মেহেরপুরে যুবলীগের হরতাল বিরোধী মোটরসাইকেল শোডাউন

বিএনপির ডাকা দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল প্রতিরোধে মোটরসাইকেল শো-ডাউন করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ।

আজ রবিবার দুপুর বারোটার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মোটরসাইকেল শো ডাউন বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের নেতৃত্বে অন্যদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, ইয়ানুস আলী, সাইদুর রহমান উজ্জলসহ যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে ঢিলেঢালা হরতাল পালিত, বাস-লেগুনা বন্ধ

বিএনপির ডাকা সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঢিলেঢালাভাবে পালিত হচ্ছে মেহেরপুরে। অন্যদিনের মতোই দোকানপাট খোলা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত যানবাহন, রিক্সা, ইজিবাইকের মত যানবাহনগুলো স্বাভাবিকভাবে চলছে । হরতালে যে কোন ধরণের নাশকতা ঠেকাতে বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মেহেপুরের শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, অন্যান্য দিনের মত দোকানপাঠ খোলা রয়েছে। তবে কিছুটা সতর্ক অবস্থায় ব্যবসায়ীরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। তবে মোটরসাইকেল শোরুম, জুয়েলারি দোকানগুলো বন্ধ থাকতে দেখা গেছে।

মেহেরপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আন্ত:জেলা ও দুরপাল্লার কোন বাস বা

লেগুলো ছেড়ে যায়নি। ফলে ইজিবাইক, রিক্সা,ভ্যান এবং ব্যক্তিগত গাড়ি পথচারীদের ভরসা হয়ে দাড়িয়েছে।

এবিষয়ে ইজিবাইক চালকরা বলেন, আজকে হরতাল থাকার সত্ত্বেও পেটের দায়ে আমাদের বাইরে বের হতে হচ্ছে। হরতালের ভয় করে তো লাভ নেই পেট তো আর বসে থাকবে না।

তারা আরো জানান, হরতালের কোনো ভয় নেই। আমরা নির্ভয়ে আমাদের কাজ করে যাবো। আমরা দেখতে পারছি মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একটি দল উপস্থিত আছে।

শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশে পুলিশি হামলার অভিযোগ এনে রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মেহেরপুরে পাখির বাসা নিয়ে মধুর বিপাকে বাড়ি মালিক

পাখির প্রতি ভালোবাসা ও পাখিদের নীড় সংকটের কথা বিবেচনা করে পাখির নীড় রক্ষার্থে নির্মানাধীন ঘরের ছাউনির কাজ বন্ধ রেখেছেন এক পাখি প্রেমী মানুষ সোহাগ আলী।

জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামের সোহাগ আলী বলেন, আমার বাড়ীর উঠানে থাকা একটি পেয়ারা গাছে মাস চারেক আগে এক জোড়া মুনিয়া পাখি বাসা বাধতে শুরু করে। অথচ পেয়ারা গাছের চার পাশে দুই ফিটের মত উচ্চতায় ইটের প্রাচীর নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। পাখি দুটি গাছে আশ্রয় নেয়ার আগের দিনই গাছটি কেটে ফেলার কথা ছিলো। গাছটিতে পাখির আনাগোনা দেখে গাছটি কাটার সিধান্ত সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়। এর কিছুদিন পরে ছোট্র সেই বাসাটিতে ছয়টি ডিম পেড়ে তা পাহারা দিতে শুরে করে পাখি গুলো। ডিম পাড়া দেখে পেয়ারা গাছের অংশের নির্মাণ কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়। ডিম পাড়ার সপ্তাহ খানেক পরে শুরু হয় ঝড়ো বাতাসের সাথে বৃষ্টি। বাতাসের গতি বেশি থাকাই পাখির বাসাটি ডিম সহ মাটিতে পড়ে যায়। সেই বাসাটি আমি

গাছটিতে উঠিয়ে একটি প্লাস্টিকের ছোট ঝড়িতে রাখতেই এর কিছুক্ষণের মধ্যে পাখি দুটি সেই ঝুড়িতে থাকা বাসাটিতেই আশ্রয় নেই এবং এর সপ্তাহ দেড়েক পরে বাসাটিতে চারটি ছানা জন্ম নেই। তারা ধিরে ধিরে বড় হতে থাকে,আবার একটা সময় উড়তে গিয়ে বাসা থেকে মাটিতে পড়ে যেত আমি পুনরায় বাসাটিতে উঠিয়ে দিতাম। এভাবেই চলতে চলতে পাখি গুলো বাসাটি ছেড়ে অন্যথায় চলে যায়।

সপ্তাহ খানেক হয়েছে আমার সেই নির্মাণাধিন ঘরের লিংটেন ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে তবে গাছটি এখনো সে ভাবেই রয়ে গেছে। সেই গাছটি আজ কেটে ফেলে তার উপর দিয়ে টিনের ছাউনি দেয়ার কথা ছিলো। তবে সকালের দিকে গাছটির কাছে গিয়ে দেখি, পূনরায় আবার দুটি মুনিয়া পাখি এসে নতুন করে বাসা বাধতে শুরু করেছে।

আজ রবিবার আমার নির্মাণাধীন ঘরের ছাউনির জন্য মিস্ত্রি এসেছে অথচ তাদের দিয়ে আমার ছাউনির কাজ না করে ফেরত পাঠালাম। শুধু পাখিদের কথা ভেবে। কেননা আমি পাখির বাসা ভেঙে নিজের বাসা তৈরি করবো এটা সম্ভব না।

মেহেরপুর বার্ড ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক বলেন,একটা সময় ছিলো আমাদের বাসা বাড়ির আঙিনায় ও ছোট গাছ পালায় পাখিরা বাসা বাধতো। আধুনিক সময়ে গাছ পালা কেটে ফেলাসহ পুরানো খড়ের ঘর থেকে ইট পাথরের তৈরি দালান গড়ে ওঠাই অনেক পাখি তাদের বসবাসের জায়গা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। আর বতর্মানে এখনো অনেক পাখি আছে জারা এসে বসবাসরত মানুষের বাড়ির ওঠানে থাকা ছোট গাছ পালাই বাসা বাধছে।

তিনি বলেন, এটির আরেকটি কারন হচ্ছে সড়কের পাশে থাকা গাছপালাসহ বনায়ন কমে যাওয়ায় তারা এসে ঝুঁকি নিয়ে এসব ছোট ছোট গাছে আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের উচিৎ তাদের বিরক্ত না করে তাদের বাসস্থানের নিরাপদ নিশ্চিত করা। তাহলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর প্রানীকুলের প্রানীরা মুলত আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। এক সময় এ অঞ্চলে বাবলা গাছ ব্যাপক আকারে পাওয়া যেতো মুলত বাবলা গাছে থাকা পোকামাকড় ছিল এসব বিলুপ্ত প্রায় মুনিয়া পাখির প্রিয় খাবার। এবং বাসা বানানোর জন্য পছন্দের। অথচ এ অঞ্চলে বাবলা গাছ এখন বিলুপ্ত প্রায়। তাছাড়া মেহেরপুর জেলার সড়ক উন্নয়নের কাজের জন্য নির্বিঘ্নে কাটা হয়েছে লক্ষাধিক গাছ।

গাংনীতে উপজেলা আওয়ামীলীগের বিক্ষোভ মিছিল

গাংনীতে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এবং সারা দেশে বিএনপির ডাকা হরতালে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিসিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা আওয়ামীলীগ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় একটি বিক্ষোভ মিছিল গাংনী বাজার বাস স্ট্য্যান্ড থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়। কিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে গাংনী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য ও জ্বালাও পোড়াও বন্ধের দাবী করেন। সেই সাথে বিরোধীদের নৈরাজ্য বন্ধে সকল নেতা কর্মীদের রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান। এসময় উপজেলা আওয়ামীলীগের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের নেতাকর্মীরা একটি মোটর সাইকেল শোডাউন করেন। শো-ডাউনটি গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোহড়া দেয়।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ফুটবল মাঠে নব নির্মিত শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মিত হচ্ছে। যা আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে প্রথম। এর আগে কোন সরকার খেলাধুলার প্রতি এত আন্তরিক ছিলেন না বলেই এমন উদ্যোগ নেইনি। বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার দেশব্যাপী উন্নয়নের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম উন্নয়ন। তিনি আরও বলেন, দেশে উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে হলে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার কোন বিকল্প নেই। রাতে একটু শান্তিতে ঘুমাতে চাইলে এবং গোয়ালের গরু রাখতে হলে আবারও শেখ হাসিনার নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে।

তিনি বলেন,দেশের উন্নয়ন চাইনা যারা তারাই আজ মাঠে নেমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। ওইসব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিএনপি জামাতের কাউকে ছাড় দেয়া হবেনা। আমরা আওয়ামীলীগের কর্মী হিসেবে সকল প্রতিহিংসা,ষড়যন্ত্র মোকাবেলা কেও আবারও নৌকার বিজয় ছিনিয়ে নেব।

সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কাজিপুর ইউয়িন পরিষদ চেয়ারম্যান আলম হুসাইন,কাথুালী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা। গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলামের সঞ্চালিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন-এমপি পত্নী লাইলা আরজুমান শিলা,আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান মাস্টার ও মনিজ্জামাান আতু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাহারবাটি ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা আতাউর রহমান টোকন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল, গ্রামের প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় তামজিদুর রহমান মুক্তি,গাংনী উপজেলার ভিভিন্ন এলাকার আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মিছিল

বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি এডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে তাৎক্ষণিক মিছিলের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকালে মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌরসভার সামনে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম এসময় বলেন,’ জামায়াত এবং বিএনপি উন্নয়ন সহ্য করতে পারে না বিধায় আজকে সমাবেশের নামে ঢাকাতে অগ্নিসংযোগ, পুলিশের উপর আঘাত, পুলিশ বক্সে আগুন, বিচারপতির বাড়িতে ভাঙচুর, সাধারণ পরিবহন ও গণ পরিবহনে অগ্নিসংযোগ করেছে। এরই প্রতিবাদ করতে আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল।’

প্রতিবাদ মিছিলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা যুবলীগের সেক্রেটারি সাজ্জাদুল আলম, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, আমঝুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য আক্তার হোসেন, শ্যামপুর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শোভন সরকার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মাবুদ সহ মেহেরপুরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা।’



মেহেরপুরে পপুলার লাইফে ইন্সুরেন্সের চেক হস্তান্তর ও বনভোজন

মেহেরপুরে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ৯ গ্রাহকের মেয়াদ উত্তীর্ণ বীমা দাবীর ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫০ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে মেহেরপুর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেল অফিসের আয়োজনে ৫ শতাধিক নতুন বীমা গ্রহিতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে চেক হস্তান্তর এবং বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আল-আমিন বীমা প্রকল্প মেহেরপুরের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে বীমা দাবির চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক এবং আল আমিন বীমা প্রকল্পের কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান।

মুজিবনগর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম দ্বয় মহির শেখ ও আনসার আলী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের আল-আমিন বিমা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সাইফুল ইসলাম রুবেল।

দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে লটারির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার এর মধ্যে ছিল এলইডি টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক ফ্যান, স্যুপ সেট, ডিনার সেট ও স্বর্ণের চেইন। লটারি মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণা সেন পান মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোছাঃ সাহেবা খাতুন।

মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী

মেহেরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলাভিত্তিক ২১ দিন মেয়াদি অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণর (পুরুষ— ৪র্থ ধাপ) সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার মেহেরপুর জেলা আনছার ওগ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ শেডের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

গত ০৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া জেলার তিনটি উপজেলা হতে মোট ৬৮ জন যোগ্য ও নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন এবং সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে তার জন্মলগ্ন থেকে জননিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের প্রতিটি দুর্যোগ মুহূর্তে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এ বাহিনীর সদস্য হতে পারা অত্যন্ত গৌরবের। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ গৌরবের অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন হলো।

তিনি বলেন, আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনে বাহিনীর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শনের মধ্যেই এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্থকতা নিহিত।” বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখার মাধ্যমে বাহিনীর সুনাম বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট কোর্স অ্যাডজুট্যান্ট গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, কোয়ার্টার মাস্টার সিএ মোঃ আল মামুন, মুজিবনগর উপজেলা টিআই মোঃ মানিক মিয়া ও বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড এলাকার দম্পতি আবু জাহিদ ও জাকিউল ইলমা জাকীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার ভাই মহিবুল ইসলাম ওহিদ।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিবুল ইসলাম ওহিদ। এসময় তিনি বলেন,আমি আমার মেজ ভাই মোঃ আবু জাহিদ ও তার স্ত্রী মোছাঃ জাকিউল ইলমা জাকি কর্তৃক চরম নির্যাতন এর শিকার একজন অসহায় ব্যক্তি।

আমাদের বড় ভাই সাঈদ ১৯৯৪ সালে পরিবার থেকে পৃথক হওয়ার সময় মা,তিন ভাই,তিন বোন সকলের সম্পত্তি পজিশন উল্লেখ করে ভাগবন্টন করে দেন। আমাদের এই ভাগবন্টনটি রেজিস্ট্রি ছিলোনা,সবার উপস্থিতি ও আলাপ আলোচনা করে কাগজে লেখা ছিলো।

আমার বড় ভাই এবার আমার দুইজনের ই দুইটা মেয়ে সন্তান এবং জাহিদের দুইটা ছেলে সন্তান। উদ্দেশ্যপূর্ণদিত কারণে আমাদের ভাগবন্টনটি রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে না।

জাহিদ ও জাকি মায়ের ঘরে ঢুকে বিভিন্ন মিথ্যা প্রলোভন কথা শোনাতো।যেমন ওহিদের দুটি মেয়ে,জমি জায়গার দরকার নেই,তারা পরের ঘরে চলে যাবে,আমার দুটি ছেলে তোমার বংশের বাতি জ্বালাবে,কবর দেবে ইত্যাদি নানান ভুলানো কথা শুনিয়ে মায়ের বসতঘরসহ জমিটি (প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের) কুটকৌশলে ১৯/০২/২০২১ রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে‌।

এখন জাহিদ গাংনীর জমির রাস্তার সামনের সব পজিশন জোর পূর্বক নিতে চাই, সেই কারনে আমার ১৯৯৪ সাল থেকে বসবাস করা এবং আমার অফিস ঘর থেকে কম্পিউটার, চেয়ার টেবিল ভাংচুর করে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেই এর পরে আমাদের গ্রামের একটি পুকুর জোর পূর্বক এক মাস্তানকে কমমূল্যে লীজ দিয়ে জবরদখল করে। এখন আমার বাগান ও অন্যান্য দামী সম্পদ গুলোর উপর নজর পড়েছে।

একদিন হঠাৎ আমার স্ত্রীকে আমার রান্নাঘরে গিয়ে জাকি ও জাহিদ রঙ নিয়ে এলোপাতাড়ি মেরেছে ভয় সৃষ্টি করে রাখার জন্য। তখন আমি গাংনী থানাতে মামলা করলে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীর নিকট মায়ের বিশেষ অনুরোধে, রাত্রিতে মেয়র বাসা থেকে ডেকে নিয়ে জমি জায়গার হিসাব বুঝিয়ে দিবেন বলে মামলা উঠানোর অনুরোধ করেন।
ঐদিন রাত্রিতে গাংনী থানা হাজত থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে,আর মেয়র মহোদয়ের কথা রাখেনি। এ বিষয়ে জাকি ও জাহিদের প্রতি মেয়র চরম ক্ষিপ্ত। জমি বন্টন রেজিষ্ট্রি না করার কারনে সে আমার একের পর এক দামি সম্পদ গুলো জবরদখল করার জন্য প্রকাশ্যে আমাকে ও আমার পরিবারকে খুন করার হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে থানায় জিডি (নং-১০৮৬,তারিখ ২২/০৫/২০২৩) করলে থানা কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়ার পরেও সর্বশেষ গত ২১ শে আগষ্ট ২০২৩ তারিখ সকাল ৭.৩০ ঘটিকার সময় আমার ছোট মেয়েকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য বাসা থেকে মোটর সাইকেল বাহির করে গেটের সামনে মেইনরোডে পৌঁছালে,পিছন থেকে জাহিদ ও জাকি প্রকাশ্যে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লোহার রড ও কাঠের হুক দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে। গত ২৩/০৮/২০২৩ ইং তারিখে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করি, যার নং-২৯৫/২৩। থানা অফিসার মামলা তদন্ত করে স্বাক্ষীদের জবানবন্দীসহ

বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে চূড়ান্ত চার্জশীট বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করেছেন। মামলাটির অভিযুক্ত ধারা ৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৫৪/৫০৬/৪২৭/১১৪ পেনালকোড।

মামলার চার্জশীট আদালতে জমা হওয়ার পরে আসামীরা ক্ষীপ্ত হয়ে আমার মাকে দিয়ে চরম মিথ্যা একটি কাউন্টার মামলা দিয়েছে, যার নম্বর সিআর-৫৬৮/২৩ তারিখঃ ১৩/০৯/২০২৩। মাকে ভুল বুঝিয়ে সব মীমাংসা হয়ে যাবে এমন কথা বলে মামলা করিয়েছে। এদিকে সিজার-৫৬৮/২৩ মামলার তদন্ত আদালত গাংনী থানাকে দিয়েছে।
আসামীরা এতই ক্ষীপ্ত যে, আমাদের মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে নেওয়ার জন্য সে রাজনৈতিক নেতা,থানা,মাস্তান সবকিছুকে তার হাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমি আসামেদের হামলা মিথ্যা মামলার ভয়ে অনেকদিন নিজ বাড়িতে অবস্থান করি না। আসমিরা যখন আমাকে বাড়িতে পায় না তখন সিদ্ধান্ত নেয় আমার স্ত্রীকে মিথ্যা মামলায় থানা হাজতে নিবে। আমার স্ত্রী আমি আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে আমি জানতে পারার পর ১২/১০/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আমি তাকে স্কুল থেকে বাসায় না যেতে বললে সে তার বাবার বাড়িতে থেকে যায়। পরদিন মেয়েদের ছোট মামাকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালে, তাকে সহ মেয়েদের আটকিয়ে রাখে।

পরবর্তীতে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে ফোনে বিষয়টি জানালে,তিনি ডিউটি অফিসার এর সাহায্যে আসামীদের ডেকে ধমকিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর পরেও বাড়ীতে এসে আসামীরা,আমার বন্ধু ও চাচাতো ভাইকে দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে মেয়েদের আসতে দেয়। এখন আমার বাড়ীতে ঢুকলেই আসামীরা মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে।

এরপর সিআর-৫৬৮/২৩ মিথ্যা মামলার তদন্তে গাংনী থানার এস আই হাফিজুর রহমান আমাকে ফোনে হুমকির মধ্যে রেখেছে। এই মামলার পরবর্তী আদালতে রিপোর্ট জমার তারিখ ধার্য করেছে জানুয়ারী ২৪ এর শেষ সপ্তাহে। এস আই হাফিজ আমার নিজ গ্রামে (শানঘাট) আমার দোকান ভাড়াটিয়া,পুকুর লীজ গ্রহনকারী ও জমি লীজ দিয়েছি তাদের দিয়ে ২৬/১০/ ২৩ খ্রিঃ তারিখ সকালে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে এবং সে কাগজ এস আই হাফিজের নিকট জমা আছে।আমি সন্দেহ করছি এবং আশংকায় আছি, আসামী জাহিদ ও জাকি আমাদেরকে হয়তো নতুন কোন মিথ্যা মামলায় জড়াতে পারে।

এদিকে আসামী জাকিউল ইলমা জাকি সরকারী চাকুরী করে প্রকাশ্যে

অন্যায়ভাবে আমাকে মেইন রাস্তায় মারধর,বিভিন্ন সময়ে অফিস আসবাবপত্র, কম্পিউটার, টেবিল, ঘরের দরজা, মটর সাইকেল ভাংচুর করেছে। থানা ও আদালতে ফৌজদারী দন্ডবিধি ধারা অনুযায়ী চার্জশীট জমা হলে ২৭/০৯/২৩ খ্রিঃ তারিখে আমি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,মেহেরপুর ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,গাংনী মহোদয়কে অভিযুক্ত আসামীদের মমলার চার্জশীট, জিডি কপি,মেডিকেল রিপোর্ট, ছবি ও বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে আবেদন করলেও অভিযুক্ত শিক্ষককে এখন পর্যন্ত সাসপেন্ড কিংবা কোন রকম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেন নাই।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন,বিষয়টির লিখিত অভিযোগ আমি পেয়েছি। মেহেরপুর সদর প্রাথমিক অফিসারকে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছি। তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া পরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মহিবুল ইসলাম ওহিদ সহযোগিতা চেয়ে আরো বলেন,পিতার রেখে যাওয়া জমির ওয়ারিশ হিসাবে ন্যায্য হিস্যা বন্টন রেজিষ্ট্রি চাই। বিগত তিন বছর ধরে আমার ও আমার স্ত্রীর নামে তিনটি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী,অন্যায়ভাবে আমার হাতভাঙ্গাসহ জখম করেছে,আমার স্ত্রীকে মেরেছে,আমার অফিস আসবাপত্র, কম্পিউটার, মটরসাইকেল ঘরের দরজা ভেঙ্গেছে,আমার পরিবার সহ বাড়ীছাড়া করিয়েছে এর আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করছি। আমার ও আমার পরিবারের এবং সম্পদের নিরাপত্তা চাচ্ছি। আগামীতে আর কোন মিথ্যা মামলা ও হয়রানী করবে না।

গাংনীতে নওপাড়া ভাটপাড়া গ্রামে ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া ও ভাটপাড়া গ্রামে ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয়রা। ইসরাইলি পণ্য বর্জন ও ইসরাইলের হাতে নির্মম ভাবে শিশুসহ সাধারণ মানুষ হত্যার তিব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সাথে সারা বিশ্বের মুসলিমদের এক হয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষ নিয়ে ইসরাইলদের ধ্বংশ করার আহবান জানানো হয়।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার সালাত আদায়ের পর নওপাড়া বাজার থেকে একটি রেলি বের হয়ে আশপাশের বেশ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে নওপাড়া বাজারে সমাবেশ অনুস্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখন ভিটাপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মওলানা মোঃ ফিরোজ হোসেন,নওপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ জাহিদ আল হাবিবি।

নওপাড়া, ভাটপাড়া গ্রাম বাসীর আয়োজনে মিছিলে নেতৃত্ব দেন রবিউল ইসলাম রুবেল ও মিরাজুল ইসলাম মিলন।